

ছোট চিঠি

-বিপ্লব

লোকজনের ধারণা, আমি রবীন্দ্রসমালোচনা সহ্য করতে পারছি না। সেরকম কিছু কি? শুধু রামছাগলের দাড়ি আছে, আবার রবীন্দ্রনাথেরও দাড়ি আছে, তাই তিনি হইলেন রবীন্দ্রছাগল। এই জাতীয় সমালোচনা বন্ধ করতে উপদেশ দিয়েছি।

অভিজিতকে ধন্যবাদ যে এখান ওখান থেকে সমালোচনা না টুকে, তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি তুলে দিয়েছেন।

রমাবাঈয়ের নারীবাদের উপর কবির রচনায় কোন ভিক্টোরিয়ান সিক্রেটের গন্ধ পেলাম না। যেটা দেখলাম সেটা বহু চর্চিত। আধ্যাত্মিকতায় মগ্ন কবি, গীতাঞ্জলিকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ঢোকাতে গিয়ে, পা হরকেছেন। ভৃত্য তার কাজকে ধর্ম হিসাবে মেনে সম্মুখ থাকতে পারে-তাতে সৃষ্টির প্রতি আত্মনিবেদন হয় বটে, কিন্তু সমাজ হয় সামন্ততান্ত্রিক। স্ত্রীর পতির প্রতি ব্রতকে ধর্ম হিসাবে দেখাটা সম্পূর্ণ ধর্মকেন্দ্রিক ধারণা-কর্মযোগ প্রসূত। আধ্যাত্মিকতা দিয়ে সমাজবিজ্ঞানের কাজ সারতে গেলে সেটা হবে শরিয়া বা মনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ এটা একান্তই ব্যক্তিগত মত বলে মনে করছেন। কাওকেই বলছেন না, তোমরা এভাবেই ভাব। রাশিয়া ভ্রমণের পর, সমাজতন্ত্র নিয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ হয় রবীন্দ্রনাথের। এছারাও বিশ্বযুদ্ধের হানা-হানি, পদার্থবিদ্যার নবযুগ, রবীন্দ্রনাথকে অনেকটাই আধ্যাত্মিক বৃত্ত থেকে বার করে আনে। গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ আর ল্যাবেরটরীর রবীন্দ্রনাথ এক ব্যক্তি নন। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন, প্রতিনিয়ত তিনি শিখছেন-তার চিন্তাধারার বিবর্তন হয়েছে। এর মধ্যে ভিক্টোরিয়ান রবীন্দ্রনাথ নেই, আছেন ঋষি রবীন্দ্রনাথ। সামাজিক সম্পর্কের আধ্যাত্মিকতা আশ্রিত বিশ্লেষণ সামন্ততান্ত্রিক হওয়াই স্বাভাবিক। তাই প্রতিক্রিয়াশীল। তবে সত্যটা হল এই যে, তিনি পরবর্তীকালে, সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনায় মগ্ন ছিলেন। শেষ জীবনে, তিনি নিশ্চিত ভাবেই সমাজতান্ত্রিক।

ওপার বাংলার সাহিত্য, এপার বাংলার সাহিত্য নিয়ে কিছুই বলার নেই। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা সাহিত্যে যার এসেছেন তারা ভাল সাহিত্যিক। তবে, তাদের সাহিত্য না পড়লে আমার জীবন বৃথা ভেসে গেল, এমনটা মনে হয় নি। এলো গেল, তো কি হল টাইপের ব্যাপার। চেকভের নানান চরিত্রের মধ্যে আমি নিজেকে যে ভাবে খুঁজে পাই, বাংলা সাহিত্যে আর কাওকে তো পেলাম না! ধ্রুপদী সাহিত্যের গুণ এটাই যে, সে স্থান কালের উর্দ্ধে। বাপ-ছেলে, মা মেয়ে, পরকীয়া এসব চিরকালীন গদ্য। তাই বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম বঙ্গে বসে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ার চেকভ, ইটালীর মোরাভিয়া, স্পানীশ গার্সিয়া মার্কোয়েজের সমস্ত সাহিত্যসম্ভার হাতের কাছে পাই-বইটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে ইচ্ছাও করে। অথচ ওপার বাংলার কিছুই মেলেনা এপারে। চেকভের মতন লিখলে নিশ্চয় পৌছাত। সে যাক। সাহিত্যে আমার জ্ঞান নিতান্তই খুব কম।

তাই এখানেই শেষ করছি।